দৈনিক বাংলা

তারিখ ...২৪.১.৪৩...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৬ ...

133

শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান

জনমত যাচাইয়ের পর শিক্ষা সংস্কার চূড়ান্ত হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেছেন যে প্রশ্নমালার মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের পর বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত সরকারী নীতি চূড়ান্ত করা হবে।

তিনি বলেন, সরকার ঘোষিত খসড়া শিক্ষানীতির তিনটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে—১৯৮৭ সালের মধ্যে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশকে সাক্ষর করে তোলা, যুবসমাজকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কারিগরি ও বৃত্তিমুখীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সকলের জন্যে উচ্চ শিক্ষার দ্বার খোলা রাখার মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌম চেতনাকে সুদৃঢ় করা।

ডঃ খান গতকাল সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি জানান যে ৬২টি প্রশ্ন সংবলিত প্রশ্নমালা ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিকসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির কাছে পাঠানো হচ্ছে। আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রশ্নমালার জবাব পাঠাতে হবে। জনগণের কাছ থেকে পাওয়া জবাব এবং মতামতের ভিত্তিতে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই সরকার এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতি সম্পর্কে জনগণের মতামত ও বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হতে তিনি নিজে এবং তাঁর মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণের সাথে সরাসরি আলাপ আলোচনা করছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সম্প্রতি কারমাইকেল কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক আলোচনার কথা উল্লেখ করেন।

ডঃ খান বলেন, শিক্ষানীতির ভালো-মন্দ আলোচনা করার জন্যে তিনি ছাত্র নেতৃবৃন্দকে তাঁর সঙ্গে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে এখনো কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা এখন অত্যন্ত করুণ। প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির অবস্থাও হতাশাব্যঞ্জক। স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা বেকার জীবন যাপন করছে। এ অবস্থা থেকে দ্রুত পরি

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

ত্রাণ পেতে সময়ের চাহিদানুযায়ী একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

তিনি আরো বলেন যে শিক্ষিতের হার না বাড়লে দেশে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই পুরোপুরি সফল হতে পারে না। তাই জাতিকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দ্রুত সাক্ষর করে তোলাকেই নতুন শিক্ষানীতির প্রধানতম লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হয়েছে। কারণ সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই।